যুগান্তর

তারিখ ... 2-9-SEP-2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

বিএড ডিগ্রি ছাড়া আর শিক্ষক হওয়া যাবে না

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের পরিকল্পনা

মুশতাক আহমদ

'শিক্ষক শিক্ষা' বা ন্যূনতম 'বিএড' ডিগ্রি ছাড়া আর শিক্ষক হওয়া যাবে না। আপাতত মাধ্যমিক স্তরের স্কুল, মাদ্রাসা এবং কারিগরি স্তরে এই নিয়ম কার্যকর হবে। পরবর্তীতে তা কলেজ স্তরেও বাস্তবায়ন করা হবে। মানসম্মত শিক্ষকতা (টিচিং) নিশ্চিতে সরকার এমনই বিধান করার চিন্তাভাবনা করছে। শুধু তাই নয়, এই বিধান কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত বিশেষ করে বর্তমানে যারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন, যোগদানের আগে তাদের কমপক্ষে ১ বছরের বিএড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। আর কর্মরত আছেন কিন্তু বিএড ডিগ্রি নেই তাদেরও সর্বনিম্ন ৩ থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছরের মধ্যে ডিগ্রিটি করতে হবে। না হলে তারা বেতনের সরকারি অংশ বা এমপিও আর ইনক্রিমেন্ট পাবেন না।

জানা গেছে, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার একদিকে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবে। আরেকদিকে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করবে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত আর কোন বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (টিটিসি) অনুমোদন দেয়া হবে না। আর বর্তমানে বেসরকারি খাতে যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে বাণিজ্য করছে তাদের প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৭' নামকরা সরকারি কলেজে 'শিক্ষা বিভাগ' ও বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষা অনুষদ' চালু করা হবে। প্রতিষ্ঠা করা হবে 'শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়'। এর বাইরে বর্তমানে কার্যকর ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (টিটিসি) আর ৩৯টি বেসরকারি টিটিসি তো থাকছেই। 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ' নামের পরিবর্তে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হবে 'শিক্ষক শিক্ষা কলেজ' (টিইসি)। এর জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

শিক্ষক : ডিগ্রি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নাম পরিবর্তনে প্রয়োজনে সরকারি আদেশ জারি হবে। সূত্র জানায়, বিদ্যমান সরকারি-
বেসরকারি টিটিসিগুলো কঠোর নজরদারি আর প্রতিভা কারিকুলামে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত
শিক্ষক সমাজ গড়ে তুলবেন।
জানা গেছে, সারাদেশে শিক্ষার বেহাল দশা, শিক্ষকদের অতিমাত্রায় 'বাণিজ্যিক
আচরণ', নিম্নমানের পাঠদান, প্রবর্তিত সৃজনশীল ও আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে কর্মরত
শিক্ষকরা খাপখাওয়াতে পারছেন না। এর ফলে অনেকটা ঘুণে ধরা কাঠের মতো এক
ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে প্রচলিত রয়েছে। জাতীয় জনসম্পদ তৈরির মূল কারিগরদের
বেশির ভাগের মধ্যেই মানসিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক বৈকল্য এবং পেডাগজিক্যাল তৈরি
হয়েছে। এর ফলে সার্বিকভাবে দেশ ও জাতি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের প্রায়
সব ক্ষেত্রেই যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার দক্ষ, যোগ্য,
প্রশিক্ষিত ও আদর্শ শিক্ষক তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে গতবছরের ২৭
অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা মান নির্ধারণী কমিটি' (এনটেক) গঠন
করে। ওই কমিটি প্রায় ১১ মাস খেটেখুটে একটি 'জাতীয় প্রমিতমান'র (ন্যাশনাল
স্ট্যান্ডার্ড-এনএস) খসড়া তৈরি করেছে।
এনটেকের সদস্য সচিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি)
পরিচালক-প্রশিক্ষণ অধ্যাপক তাসলিমা বেগম জানান, 'কেবল বিএড ডিগ্রিধারীরাই
শিক্ষক হবেন, যেমনিভাবে কেবল এমবিবিএস পাস ব্যক্তিরাই চিকিৎসা সেবা দেন—
এটা একটি স্বপ্ন। আমরা সেই স্বপ্ন দেখছি এ কারণে যে, আজকের শিক্ষার্থী কাল সে
আমার দেশের বিভিন্ন সেক্টরের নেতা। এখন যারা আমরা শিক্ষকতায় আছি তাদের
বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করে এসেছি ঠিকই, কিন্তু আমার ভেতরের
জ্ঞান, দক্ষতা, সফলতা ও বৈজ্ঞানিকভাবে কিভাবে বিতরণ করব তা জানি না। এটার
জন্য যে কৌশল ও পদ্ধতি রয়েছে সেটি হল শিক্ষা বিজ্ঞান। সেটি আপ টু দ্য মার্ক
(মানসম্মত) নয়।'
জাতীয় প্রমিতমান : জানা গেছে, মূল ১৮ পৃষ্ঠার খসড়ায় তিনটি প্রস্তাবনাসহ টিটিসি
স্থাপনের বিধিমালা, শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন, টিচার এডুকেটরদের (শিক্ষকদের শিক্ষক)
একাডেমিক ও পেশাগত যোগ্যতা, সংখ্যা, মান, শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন, আনুষঙ্গিক সুবিধা ইত্যাদি রয়েছে। প্রতিষ্ঠান বা টিটিসি স্থাপনের বিধিমালায়
মধ্যে ঢাকার জন্য ১ একর, পৌর ও শিল্প এলাকায় দেড় একর আর অন্যান্য এলাকায় ২
একর জমি লাগবে। ভবনের মধ্যে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন ধরনের অফিস কক্ষ,
[illegible] হবে। পাশাপাশি [illegible] ১৫টি শ্রেণীকক্ষ, আলাদা ছাত্র ও ছাত্রী কমন রুম,
মিলনায়তন, ল্যাবরেটরি, হোস্টেল ও পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ইত্যাদি। মোট ৫০টি শিক্ষা
উপকরণের একটি তালিকা করা হয়েছে। টিটিসির কোন শাখা বা আউটার ক্যাম্পাস
থাকবে না। প্রতিষ্ঠানের নামে ৫ লাখ টাকার এফডিআর লাগবে। টিটিসি স্থাপনের ক্ষেত্রে
আঞ্চলিক শিক্ষকের হিসেবে প্রাপ্যতা নিরূপণ করা হবে। প্রাপ্যতার বেশি কলেজ থাকলে
দুর্বলগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেয়া হবে। প্রত্যেক কলেজে প্রায় ৬৭ জনের একটি
জনবল থাকবে। এমএড কোর্স চালু হলে সে ক্ষেত্রে আরও ৮টি পদ বাড়বে। জানা গেছে,
[illegible] টিটিসিগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে
[illegible] কেবল ৪ বছরের [illegible] ডিগ্রিধারীরাই নিয়োগে অগ্রাধিকার
[illegible] ডিগ্রিধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। এ লক্ষ্যে 'বেসরকারি
নির্বাচন কমিশন' গঠন করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করা হবে 'পুল অব সুপারভাইজার'। এরা
বেসরকারি টিটিসির শিক্ষার মান দেখবেন। থাকবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন
'বিশেষজ্ঞ দল ও তত্ত্বাবধায়ক'। প্রমিতমানটি বাস্তবায়নের স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ
সরকারের যেসব আইন ও বিধি-বিধান রয়েছে তা সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে। খসড়ায়
শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও শিক্ষক ও শিক্ষক শিক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ২৬টি
সুপারিশ করা হয়েছে। রয়েছে শিক্ষা বিজ্ঞানে মেধাবী ছাত্র ভর্তি করানোর জন্য বৃত্তি
প্রদানসহ বিভিন্ন সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব। আর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের
টিটিসিগুলোর অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল রূপে কাজ করবে।